গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি বিভাগ

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২৩ - ৩০ জুন, ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	০৩
প্রস্তাবনা	০৪
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	০৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	০৭
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	০৮
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১২
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপক ও প্রমাণক	১৩
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১৪

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ: খাগড়াছড়ি জেলার পল্লী ও পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কাজ যথাযথ ভাবে করার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর আওতায় জেলা ইউনিট নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং ৯টি উপজেলায় উপ-সহকারী/সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের ও একটি পৌর পানি সরবরাহের কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা হয়। বর্তমানে পানি সরবরাহের কভারেজ ৮০.৫০% এবং উন্নত স্যানিটেশন কভারেজ ৭০.৫০%। দূর্গম পাহাড়ী এলাকা গুলোতে বিদ্যুৎ না থাকার কারণে সৌর চালিত নলকূপ জি.এফ.এস সিস্টেমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যাতে করে পাহড়ে বসবাস করা জনসাধারণ সকলে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করতে পারে। এছাড়া পানির কভারেজ ১০০ ভাগ করার লক্ষে নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। পুরাতন নলকূপ ও রিংওয়েলগুলো সংস্কারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সমগ্রদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রাম্য এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। রুরাল ওয়াটার পাইপড স্কিম এর মাধ্যমে পাথুরে বেষ্টিত এলাকায় পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রাম সমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের মাধ্যমে পাইপ লাইন দিয়ে দূর্গম এবং নলকূপ স্থাপন করা প্রায় অসম্ভব ঐ সব স্থানে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। পার্বত্য অঞ্চল গুলোর দূর্গম এলাকায় স্কুল গুলোতে ওয়াস ব্লক এবং নলকূপ স্থাপন করা হচ্ছে যাতে করে স্কুলে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের মান উন্নত হয়।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ: খাগড়াছড়ি জেলার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান সমস্যা হলো এসব এলাকা দূর্গম পাহাড়ী এলাকা। এখানে বিদ্যমান পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সারা বছর কার্যকারীতা রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ . শুষ্ক মৌসুমে পানির স্থিতিতল নিচে নেমে যাওয়াই বেশির ভাগ নলকূপ অকেজো অবস্থায় থাকে। পাথুরে মাটি ও জটিল ভূমিরূপ নলকূপ স্থাপনে দীর্ঘ সুত্রিতার সূচনা করে। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে এবং অতি তাপমাত্রার সময় দূর্গম এলাকা গুলোতে কাজ করা জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: ভূ-উপরিস্থিত পানি ব্যবহারে জনগণকে সচেতন করে তদরূপ প্রকল্প পরিকল্পনা করা হবে। ভবিষ্যতে ছোট আকারে গ্রাম ভিত্তিক পাইপ লাইন স্থাপন করে পানি সরবরাহ করা হবে। ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী আয়রন রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। জনগণকে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি ও বৃষ্টির পানি ব্যবহারে আগ্রহী করা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করলে সারা জেলায় উন্নতমানের স্যানিটেশন ও নিরাপদ সুপেয় পানি কভারেজ শতভাগ উন্নিত করা সম্ভব হবে বলে আমরা আশা করি।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- পল্লী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপন -১৫০০টি।
- পল্লী এলাকায় উৎপাদক নলকূপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ -- ৩২ টি।
- পল্লী এলাকায় পাম্প হাউজ নির্মাণ-৩২ টি।
- পল্লী এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ-১৫০ কি.মি.।
- পল্লী ও পৌর এলাকায় পাবলিক/কমিউনিটি টয়লেট নির্মান -৪০ টি।
- পানি পরীক্ষাগার চালুকরণ ও ১টি উপজেলা ভবন নির্মান।

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি বিভাগ

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

এর মধ্যে ২০২৩ সালের জুন মাসের .....তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: